Date of Publication : 1st October, 2012

Price : Rs. 2

VOL-2, Issue 7 *Postal Registration No. : KOL RMS/42/2010-2012*

For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ সপ্তম সংখ্যা অক্টোবর ২০১২ আশ্বিন-কা[illegible] ১৪১৯

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন	— ১
ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	— ৩
স্মরণিকা	— ৪
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ	— ৪
২০১২ নভেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী	— ৫
শোক সংবাদ	— ৫
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান	— ৫
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	— ৬
বিশেষ বিজ্ঞপ্তি	— ৭
Governing Body of the Samaj for 2012-13	— ৭
বিশেষ আবেদন	— ৭
An appeal	— ৮

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ

প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা

Telephone No. (033)6450-0915

email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

২রা অক্টোবর গান্ধীজির জন্মদিন। সারা ভারত জুড়ে বহু সভায় তাঁর জন্মদিন পালন করা হবে। তাঁর ছবিতে বা মূর্তিতে মাল্যদান করা হবে। বক্তৃতা দেবেন অনেকেই। এই সম্মানের অর্ঘ্য সার্থক হবে যদি তাঁর অমূল্য জীবনের কিছু আদর্শ গ্রহণ করতে পারি।

ছোটবেলা থেকে বাবা 'বাবা গান্ধী' ও মা পুতলী বাঈয়ের সামনে সততা, মানবিকতা উদারতা ইত্যাদি মহৎ গুণে তাঁর মন পূর্ণ হতে থাকে। এই সব গুণগুলি নিজ সাধনায় তাঁর অন্তরে বিকশিত ছিল চিরদিন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের জটিল মামলায় প্রথমে নেটালে ও পরে ট্রান্সভালে যান। সেখানে থাকাকালীন ১৮৯৪-এ 'নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করলে নেটাল সরকার এশিয়াটিক এক্সক্লুশন অ্যাক্ট নামে একটি আইন চালু করেন। অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিনা কারণে এশিয়াবাসীদের বিতাড়িত করা হবে। উনি এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন ও এশিয়াবাসীগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন সারা জীবন ধরে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁকে কতবার চূড়ান্ত অপমান করে সেখানকার ইংরাজ বাসীগণ। তাঁর কঠিন প্রতিবাদ ছিল অহিংসা ও নম্রতা ভিত্তিক।

সেবা তাঁর জীবনের অঙ্গ ছিল। ১৯০৪ সালে জোহানেসবার্গে প্লেগের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও সেবা করেন। ১৯১৪ খৃঃ নীলকর চাষীদের ওপর ইংরাজদের অত্যাচারের কথা শুনে সেই চাষীদের পাশে দাঁড়ান, তাঁদের দাবী সমর্থন করেন ও মীমাংসা করেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ মানুষকে আন্দোলনমুখী করেন কত ভাবে। গ্রামে, গঞ্জে, নিরক্ষর দরিদ্র প্রায় অনাহারে থাকা মানুষকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা এক রকম অসম্ভব কাজ, অথচ তিনি সার্থক হলেন কি ভাবে? তাঁর অন্তর সত্যই স্বার্থশূন্য ভালবাসায় পূর্ণ ছিল। সাধারণ মানুষের মনের নিভৃত

ভালবাসার আসনটি দখল করেছিলেন তাঁর প্রেমমুগ্ধ বাণীতে। অমলিন হাসি নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে প্রথমেই শুনেছেন তাদের সমস্যা। তার সমাধানের জন্য কি করা যায় তাই ভেবে ব্যাকুল হয়ে তাঁর অন্তর্যামীর কাছে কাঁদতেন। একদিকে ইংরাজদের অকথ্য অত্যাচার অপরদিকে নিষ্পেশিত মানুষের নিদারুণ দুঃখ ভার তাঁর কোমল হৃদয়কে আপ্লুত করেছিল পবিত্র প্রেমে। এরই ফলস্বরূপ তারা আত্মবিশ্বাসী হল, জীবনযুদ্ধের সংগ্রাম শুরু করল, স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হল। ১৯০৭-এ সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন আমেদাবাদে। শতশত সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্ত ভাবে দীক্ষিত হলেন অহিংস আন্দোলনে। ১৯১৫ খৃঃ বৃটিশ সরকার তাঁর অভূতপূর্ব কাজের জন্য 'কাইসরি হিন্দ' সম্মান পদক পুরস্কার প্রদান করেন কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগে অসহায় নারী, পুরুষ শিশুদের বন্দুকের গুলিতে অকারণে হত্যা করে বৃটিশরা যে কুৎসিত বর্বর অত্যাচারের পরিচয় দিল তার জন্য তিনি সেই সম্মানীয় পদক তাদের ফিরিয়ে দিলেন। এবার ১৯২১ শে শুরু হল তাঁর অসহযোগ আন্দোলন। এরজন্য রাজদ্রোহের অপরাধে ছবছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। হাসিমুখে কারারুদ্ধ হলেন। তাঁর সংকল্পই ছিল দেশকে ভালবেসে যে কোন স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। এর মত পবিত্র কাজ আর কি থাকতে পারে? ১৯৩০শে আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য নির্দ্বিধায় কারাবরণ করলেন। ১৯৩১ - এ গোল টেবিল বৈঠকে গেলেন ইংল্যাণ্ডে। ভারতের স্বাধীনতা ও সেইসঙ্গে ভারতবাসীর মানবাধিকারের জন্য প্রস্তাব রাখলেন নিঃসংকোচে ও নির্ভয়ে। তাঁর আত্মমর্যাদা ও সাহস দেখে সেই বৈঠকের মন্ত্রীগণও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দাম্ভিকতার কোন চিহ্নই ছিল না তাঁর কথায় ও ব্যবহারে। নম্র ব্যবহার ও মধুর হাসির অন্তরালে ছিল কঠিন আদর্শ ও অপার দেশ প্রেম। তাঁর অকাট্য যুক্তি তাঁরা বাধ্য হয়েই মেনেছিলেন।

১৯৪২-এ তাঁর "ভারত ছাড়" আন্দোলনের ডাকে সারা দেশবাসী তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর শান্ত সমাহিত কণ্ঠস্বর সেদিন হাজার হাজার দেশবাসীর অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। মুগ্ধ হয়ে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে 'জাতির জনক' গান্ধীজির কাছে তারা নত হয়ে অঙ্গীকার করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করতেই হবে। বিশ্বকবির ভাষায় এই মানুষটি তাঁর কাজে, ব্যবহারে, দেশপ্রেমে মহান আত্মার পরিচয় রেখে ছিলেন দেশবাসীর অন্তরে। তাই হয়ত সবাই তাঁদের বাপুজীকে মনের একান্ত কাছে পেয়ে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন।

১৯৪৭-এ অবশেষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এল ১৫ই আগষ্টে। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা লাভের আনন্দে এতটুকু আপ্লুত হলেন না, কারণ বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে বিনা শর্তে স্বাধীনতা দেন নি। ভারত ও পাকিস্তানে দেশ ভাগের শর্ত মানতে হয়েছিল। দুঃখে ভেঙে পড়লেন তিনি। যে ভালবাসার ঐক্যের মন্ত্রে জীবনভোর স্বপ্ন দেখেছিলেন যে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র নতুন করে সৃষ্টি হবে, থাকবে না কোন হিংসা দ্বেষ, অপ্রীতি, থাকবে না কোন হানাহানি, অকারণ বৈষম্যতা, সেই ভারত ভাগ হয়ে গেল! গান্ধিজীর হৃদয়ের মর্মান্তিক বেদনা কেউ কি সেদিন অনুভব করতে পেরেছিল? এই বছরই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গেলেন নোয়াখালিতে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের জোট বাঁধলেন নতুন করে।

১৯৪৮-এ ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন, যাওয়ার পথে নাথুরাম গড়্সের গুলিতে প্রাণ হারালেন আমাদের বাপুজি। এই দরদী মহৎপ্রাণ মানুষের যে কোন শত্রু থাকতে পারে বোধহয় কেউ কল্পনাও করেনি। মেনে নিতে হল মঙ্গলময়ের কঠিন বিধান হয়ত মঙ্গলময় বলতে চেয়েছিলেন "দেশকে এমনই করেই ভালবেসে বিনা প্রতিবাদে জীবনটি পুষ্পের মত অর্ঘ্য দাও এই হল আমার নির্দেশিত কল্যাণের পথ"।

পরিশেষে বলি গান্ধীজিকে শতবার প্রণাম করেও অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না। ঈশ্বরভক্তিতে অন্তরপূর্ণ করে স্বার্থশূন্য ভালবাসার পবিত্রতার প্রদীপকে মনের মধ্যে যদি অনুক্ষণ জ্বালিয়ে রেখে, কিছুমাত্রও মানুষের মঙ্গলের জন্য ও দেশের জন্য মনপ্রাণ নিবেদন করতে পারি তবেই তাঁকে হয়ত শ্রদ্ধা জানানো সার্থক হবে।

বিশ্বকবির ভাষায় অন্তর্যামীকে এই কথাই বলি — 'তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শক্তি।
তোমার সেবায় মহান দুঃখ
সহিবারে দাও ভকতি।'

— শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

হুগলীর নিকটবর্তী বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর আগে এই গ্রামেই কেশবচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই এঁদের মধ্যে সখ্যতা ছিল। উত্তরকালে প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মপ্রচারে দক্ষিণ হস্তরূপ ছিলেন। গরিফা নামক গ্রামের পাঠশালায় প্রতাপচন্দ্রের প্রথম শিক্ষালাভ। পরে বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসেন এবং হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ ও ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর কলেজ বিদ্যাশিক্ষার শেষ হয়। প্রতাপচন্দ্র ২০ টাকার বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি কর্ম্মে অল্পদিনের জন্য নিযুক্ত হন। কথিত আছে "ইনি সময় পাইলেই অফিসগৃহে ঈশ্বর প্রার্থনা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় চিন্তা কাগজে লিখিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ২৫ বৎসর বয়স থেকেই প্রতাপ ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন, প্রথমে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করতেন। যখন ইংরাজীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন, তখন থেকে প্রধানতঃ এই ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করতেন।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির শাশ্বত বাণী বহন করে যুরোপ ও আমেরিকায় গিয়েছিলেন আচার্য প্রতাপচন্দ্র। তিনি যথাক্রমে ১৮৭৪, ১৮৮৩, ১৮৯৩ এবং ১৯০০ সালে যুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। প্রতিবারই তিনি ঐসব দেশে প্রচুর সমাদর ও অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন এবং ঐ সব দেশের তৎকালীন খ্যাতনামা মনীষীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেকে কৌতুহলী হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে নানা রকম প্রশ্ন করে তাঁকে চিঠিপত্র লিখতেন এবং তিনিও যথাযথ উত্তর দিয়ে তাঁদের কৌতুহল নিবৃত্ত করতেন। ১৮৭৪ সালের ১১ই অক্টোবর, ম্যাঞ্চেস্টারে ফ্রি ট্রেড হলের বক্তৃতায় প্রতাপচন্দ্র বলেছিলেন, My profound spiritual forefathers who sat on the ice-crowned mountain of my fatherland and worshipped there in solitude and silence beheld this mystry of life - the life of the creation - the spirit which enters into everything, but is different from all', which gives brightness for darkness, - life for death, design for disorder.

সেমেটিক ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাসীদের কাছে ভারতীয় ধর্মের ওই তত্ত্ব সম্পূর্ণ নূতন। নটিংহামের একটি সভায় ওখানকার সংবাদপত্র Nottnigham Daily Express -এ অক্টোবর ১৬,১৮৭৪ সংখ্যায় মন্তব্য করা হয় — "Babu P.C. Mozzomdar, on rising to address the meeting was received with loud and prolonged applause. He said..... as an oriental with delight and with pride he dwelt upon the fact that it was the East that supplied to Europe its highest and noblest principles of spiritual and moral development (cheers)" প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম যে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে এসেছে এবং খ্রীষ্টের শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করেছে সে কথাও তিনি তাঁর, বিভিন্ন ভাষণে উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৩ সালে তিনি যুরোপ হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। তিনিই **আমেরিকায় প্রথম ভারতীয় ধর্ম প্রচারক**। রাজা রামমোহনের গ্রন্থাবলী ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিভিন্ন ভাষণের মাধ্যমে আমেরকিা তখন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কিছু পরিচয় লাভ করেছে। এছাড়া এমার্সন, থরো পরিচালিত 'ট্রানসেন্ডেন্টাল' আন্দোলন, হুইটম্যান, এড্‌গার অ্যালেন পো, প্রমুখ কবিদের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের ভাব তখন আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। বোষ্টনের কাছে কনকর্ডে এমার্সনের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবরা প্রতাপচন্দ্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এবং তার জন্য সভাসমিতির আয়োজন করে দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ The Oridntal Christ এ বছর বোষ্টন থেকে প্রকাশিত হয়ে সমগ্র যুরোপ ও আমেরিকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীরা ঐ পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন, আবার কিছু খ্রীষ্টান মিশনারী ঐ পুস্তকটিকে সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখেছিলেন, কারণ তাতে প্রতাপচন্দ্র লিখেছিলেন : "The Divine Spirit permeates every pore of matter and of humanity, and yet is absolutely different from both - if this be mysticism,

the Brahmo Samaj is proud of it. It is eminently the spiritual instinct of India. From such a view point only it has been attempted to view the important attitudes of the career of Jesus. I have tried to orientalise him as much as possible – The Oriental christ, 1933 Ed, pp 37-38.

(ক্রমশঃ)

—শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

১লা অক্টোবর (১৮৬১) — ডঃ নীলরতন সরকারের ১৫১ তম জন্মদিবস।

১লা অক্টোবর (১৮৯৪) — ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাসের ১১৮ তম জন্মদিবস।

২রা অক্টোবর (১৮৪০) — ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের ১৭২ তম জন্মদিবস।

২রা অক্টোবর (১৮৬৯) — মহাত্মা গান্ধীর ১৪৩ তম জন্মদিবস।

৮ই অক্টোবর (১৯০১) — সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১১ তম জন্মদিবস।

১৫ই অক্টোবর (১৯৩০) — ব্রহ্মসঙ্গীত-শিল্পী অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮২তম জন্মদিবস।

২০শে অক্টোবর (১৮৭১) — ভক্তকবি অতুলপ্রসাদ সেনের ১৪১ তম জন্মদিবস।

২০শে অক্টোবর (১৯৭৫) — আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্তের ৩৭ তম তিরোধান দিবস।

২৬শে অক্টোবর (১৯২৮) — সমাজের সভাপতি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশ রঞ্জন দাশের ৮৪ তম তিরোধান দিবস।

২৮শে অক্টোবর (১৯৪৩) — আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ৬৯ তম তিরোধান দিবস।

৩০শে অক্টোবর (১৮৮৭) — শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের ১২৫ তম জন্মদিবস।

৩০শে অক্টোবর (১৮৪১) — ব্রাহ্ম প্রচারক নীলমণি চক্রবর্তীর ৭১ তম তিরোধান দিবস।

—ঃ ২০১২ অক্টোবর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৭ই অক্টোবর ২০১২ — আচার্য - শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী

সন্ধ্যা ৬-৩০ টা স্মরণ - স্যার নীলরতন সরকার, আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা গান্ধী, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও সুধীরঞ্জন দাস

সঙ্গীত - শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

রবিবার ১৪ই অক্টোবর ২০১২ — আচার্য - শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

সন্ধ্যা ৬-৩০ টা স্মরণ - ভক্তকবি অতুলপ্রসাদ সেন ও আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্ত

সঙ্গীত - ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

রবিবার ২১শে অক্টোবর ২০১২ — আচার্য - শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা
রবিবার ২৮শে অক্টোবর ২০১২ — আচার্য - শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা স্মরণ - সতীশরঞ্জন দাশ, আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও নীলমণি চক্রবর্তী
সঙ্গীত - শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর মাইতি

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ ২০১২ নভেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৪ঠা নভেম্বর ২০১২ — আচার্য - শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা স্মরণ - দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
সঙ্গীত - শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবিবার ১১ই নভেম্বর ২০১২ — আচার্য - শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা সঙ্গীত - ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ২রা সেপ্টেম্বর ২০১২ রবিবার প্রয়াত অমিয় কুমার সেন ও প্রয়াতা সুরমা সেনের কন্যা, প্রয়াত মহীমোহন মুখার্জির পত্নী এবং শ্রীজিষ্ণু মুখার্জীর ও শ্রীমতী অনিন্দিতা ঘোষের মাতা **শ্রীমতী রমা মুখার্জী** ৮৬ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১২ সোমবার রাত্রি ৮-৩০ মিনিটে প্রয়াত শরত চন্দ্র দাস ও প্রয়াতা সরলা দাসের কনিষ্ঠা কন্যা এবং প্রয়াত লোকেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পত্নী ও প্রয়াতা দীপিকা (টুকটুক) বসু ও শ্রীসমীর চৌধুরীর মাতা **শ্রীমতী শেফালী চৌধুরী** ৯৪ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। প্রয়াতা শেফালী চৌধুরী সমাজের অতি প্রাচীন সদস্যা তথা কার্যকরী সমিতির সদস্যা ছিলেন। তিনি সমাজের অনুরক্ত সেবিকা হিসাবে সমাজের নৈশ বিদ্যালয় ও দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের (শ্রীকল্যানী (হাজরা রোড) মহিলা সমিতির সভানেত্রী WB Women's Voluntary Service এর প্রবীনা সদস্যা ইত্যাদি) সঙ্গে যুক্ত থেকে প্রখ্যাত সমাজসেবিকা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আহত মুমূর্ষু সৈনিকদের সেবার জন্য নিজে মিলিটারী এ্যামবুলেন্স চালিয়ে চিকিৎসার্থে হাসপাতালে পৌছানোর কাজেও সাহায্য করেছেন। বস্তীবাসী দরিদ্র ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক ও কারিগরী শিক্ষায় তাঁর প্রভূত অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর প্রয়াণে সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন হল।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১২ রবিবার সকল ১০টায় প্রয়াতা শেফালী চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী ইন্দ্রানী পাল এবং সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী দেবযানী মজুমদার, মাধবী তালুকদার, অভিনন্দা তালুকদার, ইন্দ্রানী আচার্য্য, প্রসূন রায়, সুবীর পাল।

বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল ৯.৩০ টায় প্রয়াতা রমা মুখার্জির আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন

করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী মনীষা সিংহ, বিপাশা মাইতি, কৃষ্ণা হাজরা, সুদক্ষিণা কুণ্ডু মুখার্জী, শর্মিষ্ঠা দাস, রেবেকা রক্ষিত, অনিন্দ্যসুন্দর মাইতি, অরীন্দ্রজিৎ সাহা ও অনিরুদ্ধ রক্ষিত। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীজিষ্ণু মুখার্জী (পুত্র), শ্রীমতী অনিন্দিতা ঘোষ (কন্যা), শ্রীমতী ইন্দ্রানী রায় (বোনঝি), শ্রীঅভীক সেন (ভাইপো) ও শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দাস (ভাইঝি)।

রাজা রামমোহন রায় স্মরণঃ

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১২ বৃহস্পতিবার ময়দানে অবস্থিত রাজা রামমোহন রায়ের মূর্তির সম্মুখে তাঁর ১৭৯ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে উপাসনা করেন শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের মন্টেসরী বিভাগের ছাত্রীবৃন্দ এবং শিক্ষিকারা। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ এবং হরিনাভি ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ থেকে রামমোহনের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। রামমোহনের মূর্তিতে রাজ্য সরকারের পক্ষে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শ্রীফিরহাদ (ববি) হাকিম, কলকাতা পৌর সভার ডেপুটি মেয়র শ্রীমতী ফরজানা আলম, পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী এবং বোরো চেয়ারপার্সন শ্রীমতী সুস্মিতা ভট্টাচার্য্য পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন এবং ইঁহারা রামমোহনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণঃ

বিগত সেপ্টেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার কার্যসূচী অনুযায়ী প্রেমময়ী মাদার টেরিজা, কান্তকবি রজনীকান্ত সেন এবং রাজা রামমোহন রায় স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সাপ্তাহিক উপাসনায় শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত (প্রথম রবিবার), শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী (দ্বিতীয় রবিবার) শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত (তৃতীয় রবিবার), শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি (চতুর্থ রবিবার) ও ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর (পঞ্চম রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী সুস্মিতা বসু। দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনিন্দিতা দাশগুপ্ত, মধুশ্রী ব্যানার্জী, সুস্মিতা নাথ, উদিতা রায়, অরুন্ধতী ভট্টাচার্য, করবী মুখার্জি, অঞ্জনা গুহ, শর্মিলা দে, অনুরমা ভট্টাচার্য, রত্না মুখার্জী, খুকু রায়, সুহিতা ভট্টাচার্য ও উজ্জ্বল ব্যানার্জি। তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত। চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত এবং পঞ্চম রবিবার শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (প্রয়াত পিতা রবীন্দ্রমোহন বিশ্বাস এবং প্রয়াত ভ্রাতাদ্বয় অধীপ কুমার বিশ্বাস ও আশীষ কুমার বিশ্বাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০০০ টাকা (র/নং ২৪২৬); শ্রীরূপনারায়ণ বোস — ৪০০ টাকা (র/নং ২৮৩০); শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত (ভাদ্রোৎসবে উদ্বৃত্ত খাবারের প্যাকেট বিক্রয় বাবদ) — ৩০০ টাকা (র/নং ২৮৩১); ডাঃ অরুণ কুমার দাস (পেষ্ট কন্ট্রোলের ব্যয় বাবদ — ২০০০ টাকা (র/নং ২৮৩৩); শ্রীরূপনারায়ণ বোস — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮৩৫); শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৩৯);

সমাজের কেয়ারটেকার শ্রীরামেশ্বর সিং (সিংজীর) পুত্র শ্রীবিকাশ সিং-এর চিকিৎসার্থে (Kidney Failure) দান ঃ শ্রীমতী লক্ষ্মী খাস্তগীর — ১০০ টাকা (র/নং ২৮২৯); শ্রীমতী রীতা বিশ্বাস — ২০০০ টাকা (র/নং ২৮৩৬), শ্রীদীপ সেন — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮৩৮); শ্রীঅভিজিৎ দাস — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮৪২); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮৪১); শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী — ৫০০ টাকা (২৮৪৪)।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ ডাঃ শুচিতা দেব (প্রয়াতা রমা মুখার্জীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৮৩৪); শ্রীসমীর চৌধুরী (প্রয়াতা শেফালী চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৮৪০);

ট্রাষ্ট ফণ্ডে সংযোজন ঃ সুধাংশুভূষণ কিরণবালা সিংহরায় ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ শ্রীমতী সুনন্দা দাস — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮৩২)

—ঃ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ—

"ব্রাহ্মধর্মের উৎস থেকে মোহনায়" গ্রন্থটি সংশোধিত মূল্যে (৩০০ টাকায়) ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ অফিসে পাওয়া যাবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা সমাজ অফিসে যোগাযোগ করে গ্রন্থটি সংগ্রহ করতে পারবেন।

—// Governing Body of the Samaj for 2012-13 //—

The following members of the Brahmo Sammilam Samaj have been elected Office - bearers and Members of the Governing Body of the Samaj for the year 2012-13 at the 114th Annual General Meeting held on 30/09/12.

Sri Sanjib Mookerji	—	*Permanent Minister* (for three years from 20012-13 to 2014-15)
Sri Prasad Ranjan Ray	—	*President*
Sri Prabir Ranjan Das Gupta	—	*Vice President*
Sri Subrata Das Gupta	—	*Vice President*
Sri Prasun Ganguly	—	*Secretary*
Sm. Sreelata Gupta	—	*Asstt. Secretary*
Sm. Rita Biswas	—	*Asstt. Secretary*
Sri Aniruddha Rakshit	—	*Treasurer*
Sm. Chandra Basu	—	*Member*
Sm. Sukla Dasgupta	—	*Member*
Sm. Anjali Sen	—	*Member*
Sm. Sunanda (Ratna) Roy Chowdhury	—	*Member*
Dr. Rajyasree Bandyopadhaya	—	*Member*
Sm. Nayantara Palchaudhuri	—	*Member*
Sm. Sunandita Sen Gupta	—	*Member*
Sri Gautam Sen Gupta	—	*Member*
Sri Sandip Kumar Basu	—	*Member*
Sri Anupam Chatterjee (Dodo)	—	*Member*
Smt. Anjana Guha	—	*Member*

We heartily welcome the New Members of the Governing Body.

—।। বিশেষ আবেদন ।।—

।। ভবানীপুর চ্যারিটেবল হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ।।

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের অন্তর্গত এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটি দীর্ঘ ৬৬ বছর ধরে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে দুঃস্থ, অসুস্থ, পীড়িত মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ বিতরণ করে আসছে। সমাজের সহানুভূতিশীল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সাহায্য ও চিকিৎসালয়ের সদস্যদের চাঁদা ও আনুকূল্যে এই সেবার কাজ সম্পন্ন হচ্ছে। এর সেবা কার্য আরো উন্নত

করা ও বেশি মানুষের মধ্যে আরো প্রসারিত করার সময় এসেছে। বর্তমানে অর্থাভাবে এর পরিচালন কার্য বিঘ্নিত হচ্ছে। অবিলম্বে আপনাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য প্রয়োজন।

কালের নিয়মে এখন প্রবক্তারা অনেকেই প্রয়াত তাই এই কাজের দায়িত্ব নতুনদের নিতে হবে। সকল সহৃদয় মানুষের কাছে বিশেষ করে নবীনদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটির সদস্যপদ গ্রহণ করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাই।

বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে ১লা এপ্রিল ২০০৬ থেকে এর বার্ষিক চাঁদা বর্দ্ধিত করে ৫০ টাকা এবং এককালীন ন্যূনতন ৫০০ টাকা (সদস্যের নিজস্ব চাঁদা তহবিল (MOS Fund) করা হয়েছে। যাঁরা ৩০০ টাকা দিয়ে MOS Fund খুলেছিলেন তাঁরা আরো ২০০ টাকা বা তার অধিক দিয়ে এই ফণ্ডটি বর্দ্ধিত করতে পারেন।

বর্তমানে চিকিৎসালয়ের প্রয়োজনীয় ঔষধ নগদ মূল্যে ক্রয় করতে হচ্ছে। এই কারণে নগদ অর্থের প্রয়োজন। আমরা সকল সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

শ্রীসন্দীপ কুমার বসু	শ্রীমতী সুনন্দা দাস	শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ	সভাপতি	সম্পাদিকা

AN APPEAL

Sri Vikesh Singh aged 22 years, ex-staff of Brahmo Sammilan Samaj and son of Sri Rameshwar Singh (Singhji), present senior office peon of the Samaj is suffering from Chronic Renal Failure and in undergoing regular dialysis (twice a week) at Ramkrishna Mission Seva Prathisthan. He had also been to the SSKM Hospital and doctors of both the Hospoitals are of opinion that the patient needs kidney transplant.

The patient belongs to financially weaker section of the society and is not in a position to bear the ongoing cost of the regular treatment which includes medicines, occasional hospitalisation diagnostic tests, expensive injections etc., other than dialysis and is depending on donations to carry on with the treatment.

Over and above these expenses kidney transplant would involve high cost pre and post operational procedures.

Vikesh's family gratefully acknowledge the aids already received in response to the appeal published in August 2012 Sammilan Barta and wish to put forward their request to all for any possible help to enable them to continue this prolonged life saving treatment of Vikesh Singh.

All donations should be made in favour of "Brahmo Sammilan Samaj". On the reverse of the Cheque / DD and in the covering letter please mention "for treatment of Vikesh Singh".

Donation should be sent to the followng address : The Secretary, Brahmo Sammilan Samaj, 1A, Dr. Rajendra Road, Kolkata-700 020.

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.